আলমডাঙ্গায় টিয়ানশি কোম্পানির প্রতিনিধি ও কথিত চিকিৎসককে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় টিয়ানশি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা ও চিকিৎসক পরিচয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় একটি ভাড়া করা ভবনে টিয়ানশি কোম্পানির কার্যক্রম চলাকালে স্থানীয়রা তিনজনকে আটক করেন। এ সময় তাদের কাছে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় অনুমোদন, কাগজপত্র ও সঠিক তথ্য না পাওয়ায় প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনুর আক্তার। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কথিত ভুয়া চিকিৎসক মো. হুমায়ূন কবিরকে (৪৫) ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে টিয়ানশি কোম্পানির প্রতিনিধি মাসুদ করিম ও আব্দুর রহমানকে পৃথকভাবে দুই মাসের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত হুমায়ূন কবির ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। কোম্পানির ‘গোল্ড স্টার’ প্রতিনিধি মাসুদ করিম কুষ্টিয়ার হরিসপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে এবং আব্দুর রহমান আলমডাঙ্গার ডম্বলপুর গ্রামের মোজাম আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, টিয়ানশি কোম্পানির ‘গোল্ড স্টার’ প্রতিনিধি মাসুদ করিম দীর্ঘদিন ধরে ডম্বলপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের মাধ্যমে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় চীনে তৈরি পেস্ট, কফি, ডায়াবেটিসের ওষুধ ও বিভিন্ন ফুড সাপ্লিমেন্ট বিক্রি করে আসছিলেন। এ কাজে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এসব পণ্য বিক্রির পাশাপাশি কথিত চিকিৎসাসেবার নামে

অর্থ আদায় করা হতো। এমনকি রোগীপ্রতি কমিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি পাঠানো হতো। এ কার্যক্রমে কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যকেও কাজে লাগানোর অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে কথিত চিকিৎসক মো. হুমায়ূন কবির নিজেকে ‘অল্টারনেটিভ এমবিবিএস’ চিকিৎসক হিসেবে দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন তাকে মৌখিকভাবে চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

তবে তার দাবির পক্ষে কোনো লিখিত অনুমোদন বা বৈধ কাগজপত্র তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি বলে জানা গেছে। অভিযানের সময় জব্দ করা পণ্যগুলোর কোনো বিএসটিআই অনুমোদন না থাকলেও সেগুলোতে বিএসটিআইয়ের সিল ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হতো বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এদিকে অভিযানের সময় টিয়ানশি কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল জব্দ করে প্রশাসনের হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে জব্দ করা মালামাল ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে বাইসাইকেলসহ চোর আটক, গাঁজাসহ দুইজনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া বাইসাইকেলসহ এক চোর, ৭ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজন, মাদক মামলার এক আসামি ও পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে বাইসাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি ও গাঁজাসহ দুইজনকে আদালতে হাজির করা হলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে

মেহেরপুরে মাদক মামলার রায়ে এক ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে মোনতাজ আলী নামে এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মোনতাজ আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের পাঞ্জাব আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার সহড়াতলা বিওপির সুবেদার মোহাম্মদ ইসরাইল শেখের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সীমান্তের ১৪৫/৩-এস পিলারের ১০০ গজ দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মোনতাজ আলীকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৭৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ওই ঘটনার পরদিন ১ জানুয়ারি গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারনির ১৪(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, জিআর কেস নং-১/২৪ এবং সেশন কেস নং-২৮৫/২৪।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় মোট ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামি মোনতাজ আলী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত তাকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কুষ্টিয়ায় গাঁজাসহ আটক ২, এক মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের “খ” সার্কেলের পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকালে কুষ্টিয়া সদর থানার জগতি এলাকায় মাসুমুর রহমানের নিজ বসতবাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন, জগতি এলাকার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে মো. মাসুমুর রহমান (৫০) এবং পূর্ব হোসনাবাদ এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অনিরুদ্ধ বাশার (৩১)।

অভিযান শেষে উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইকবাল হোসেনের প্রসিকিউশনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার মো. জাকিউল আলম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আদালত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দোষ স্বীকার ও প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দুই আসামিকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার পর তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসলাম হোসেন বলেন, সমাজকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি, অভিযান এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকের অবৈধ উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রয় ও সেবনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকের বিস্তার রোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সমন্বিত ভূমিকা অপরিহার্য।

মেহেরপুরে শিশু আবির হত্যায় দুই কিশোরের কারাদণ্ড

মোবাইল গেম ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রেজোয়ান আল আবির
(১২) হত্যা মামলায় দুই কিশোরকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে দেশের স্মার্টফোন থেকে ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ গেম অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে মিনাপাড়া গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মোস্তফা আল মুজাহিদকে (১৫) ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং একই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নুহু নবীর ছেলে জুনাইদ ইসলাম হামিমকে (১৪) ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এ ছাড়া দণ্ডপ্রাপ্তদের পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে অর্থদণ্ড আদায়ের পর সেই অর্থ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার নথি ও স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৬ জুন অনলাইন গেমের পাসওয়ার্ড নেওয়াকে কেন্দ্র করে আবিরের সঙ্গে তার দুই বন্ধু মুজাহিদ ও জুনাইদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জেরে ওই দিন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আবিরকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মানিকদিয়া গ্রামের একটি পাটক্ষেতে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর আবিরের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মালয়েশিয়াপ্রবাসী বাবার কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ঘাতকেরা। পরিবার বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ জানালে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে মুজাহিদ ও জুনাইদকে আটক করে। পরে তাদের

দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আবিরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পরদিন, ২০২১ সালের ২৭ জুন নিহতের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানান, ঘটনার সময় দণ্ডপ্রাপ্তরা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় শিশু আইনের আওতায় আদালত সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করেছেন। একই সঙ্গে মোবাইল গেমের এমন ভয়াবহ অপপ্রভাব রোধে বিটিআরসিকে অবিলম্বে ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ গেম অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলায় আসামিপক্ষে শুনানি পরিচালনা করেন সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার আব্দুল মতিন।

দামুড়হুদায় ইয়াবা ও গাঁজাসহ ৩ মাদকসেবী গ্রেপ্তার, সামারি ট্রায়ালে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে মাদকবিরোধী অভিযানে ২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ১ পুরিয়া গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত (সামারি) বিচারে সাজা প্রদান করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, দামুড়হুদা সদরের বেগোপাড়া গ্রামের হারুন আলীর ছেলে সোহান আলী (২৭), মোসলেম আলীর ছেলে মহাসিন আলী (৩৫) এবং শহিদুল ইসলাম এর ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থানকালে এসআই শামসুর রহমান

গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, উপজেলার বেগোপাড়া গ্রামের সোহান আলীর বাড়ির ভেতরে কয়েকজন ব্যক্তি মাদক সেবন করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজসহ জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হচ্ছেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাদের দেহ তল্লাশি করে সোহান আলীর লুঙ্গির ডান কোচর থেকে ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, মহাসিন আলীর লুঙ্গির বাম কোচর থেকে ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং শরিফুল ইসলামের জিন্স প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে ১ গ্রাম ওজনের ১ পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই শামসুর রহমান গ্রেপ্তারকৃতদের সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) এ সোপর্দ করলে আদালত সোহান আলী ও শরিফুল ইসলামকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। এছাড়া মহাসিন আলীকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ আটক তিন জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করেন। মাদক বিরোধী অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

দামুড়হুদায় ৩ পিস ইয়াবাসহ তিন যুবক গ্রেপ্তার, এক মাসের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল

থানা পুলিশ। পরে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে আদালত তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই প্রদীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গত বুধবার রাত ৯টার দিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের মাঝেরপাড়ায় স্বপনের রিং স্ল্যাব কারখানার পাশে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে মাদক সেবন করে স্থানীয়দের সঙ্গে অশোভন আচরণ ও গালিগালাজ করার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাদের দেহ তল্লাশি করে ইকরামিন ওরফে পলাশ (২৪), হাবিবুর বাশার ওরফে রাহুল (১৯) এবং শাহাপরান ইসলাম (২১)-এর কাছ থেকে একটি করে মোট ৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এরপর আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাদের চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক নির্মূলে পুলিশের কঠোর অবস্থান ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার, ১ মাসের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে ৫ গ্রাম গাঁজাসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে সংক্ষিপ্ত বিচারে তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের শাহাদত আলীর ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই সেলিম রেজা গত ২৫ জুলাই (শনিবার) রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে এলাকায় বিশেষ অভিযান ডিউটি করার সময় মোবাইল ফোনে খবর পান যে, দামুড়হুদা থানাধীন রাঘুনাথপুর গ্রামের রাঘুনাথ ব্রিজের ওপর একজন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করাসহ জনসাধারণকে বিরক্ত করছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের শাহাদত আলীর ছেলে ইয়ারুল ইসলামকে আটক করে। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত লুঙ্গির ডান কোঁচড় থেকে ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই সেলিম রেজা আসামিকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থাপন করলে আদালত তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অপরাধ দমনে কঠোর অবস্থান বজায় রাখা হবে।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে শনিবারই চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান এবং পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় জামাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় প্রাক্তন শাশুড়ির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় হাউস আলী নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলি মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত হাউস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে হাউস আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে এসব কারণে আম্বিয়া খাতুন স্বামীকে তালাক দেন।

স্ত্রীর দেওয়া ওই তালাকে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১৬ সালের ৭ মে রাতে হাউস আলী গাংনী উপজেলার শহড়াবাড়িয়া গ্রামে সাবেক শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে তার মা ফুলসুরাতনের (৬৬) গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই সময় আম্বিয়া খাতুন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গাংনীতে অবস্থান করছিলেন।

ফুলসুরাতনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা

করেন। পরে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৪(১) ধারায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হাউস আলীকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।